Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৪ আগস্ট, ২০১৮

৪১ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ১৩ আগস্ট, ২০১৮, সোমবার, ২৭ শ্রাবণ, ১৪২৫

পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙলো কৃষকদের মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ৯ আগস্ট - গ্রামবাংলায় পুলিশি জুলুম, অত্যাচার মানুষের সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে। শাসক দলের পুলিশের প্রতি ক্ষোভ উগড়ে দিতে আজ বর্ধমানের কৃষক সমাজ সমবেত হয়েছিলেন বর্ধমান রেল স্টেশনে, জেল ভরো কর্মসূচিকে সামনে রেখে। ঋণগ্রস্ত ভুখা মানুষ, খেতমজুরের দল বর্ধমান স্টেশন চত্বর থেকে মিছিল করে এগিয়ে চলে জেলা শাসকের দপ্তরের উদ্দেশ্যে, ঘড়িতে তখন দুপুর আড়াইটে। মিছিলের শুরুতে বক্তব্য রাখেন প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার, জেলা কৃষকসভার সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। মিছিল যত এগিয়েছে লালঝাণ্ডার স্রোত আরও দৃপ্ত হয়েছে। জামালপুর, গুসকরা, মঙ্গলকোট, ভাতার, খণ্ডঘোষ জেলার প্রতিটি গ্রামীণ ক্ষেত্র থেকে এসেছেন মানুষ। এসেছেন নসিপুরের কৃষক রমণী কুলসোনা বেগম, ভাতারের এড়াচিয়ার হাসনারা বেগম, গুসকরার খেতমজুর বুড়ো মুর্মু, কাশেমনগরের কৃষক বিকাশ মাজি, তাঁরা দৃপ্ত মিছিলে লাল পতাকা নিয়ে হেঁটেছেন। জেলে যাবার ভয় করে না? জিজ্ঞেস করতে উত্তর দেন—না। আমাদের কাজ নাই, আমরা খেতে পাচ্ছি না। আর তৃণমূলের নেতারা ফুলে ফেঁপে উঠছে। কৃষকের জীবন নিয়ে সরকার হাসি তামাসা করছে। গ্রামে কাজ নেই, ফসলের দাম পাচ্ছে না কৃষক, আত্মহত্যা করছে বাধ্য হয়ে। আর কৃষকের তিন গুণ আয় বৃদ্ধির গল্প শোনাচ্ছে সরকার। এই সরকারের প্রতি আমাদের কোনও আস্থা নেই। জনতার এই ক্ষোভকে সামলাতে

—এরপর চারের পাতায়

প্রয়াত দিলীপ দুবে

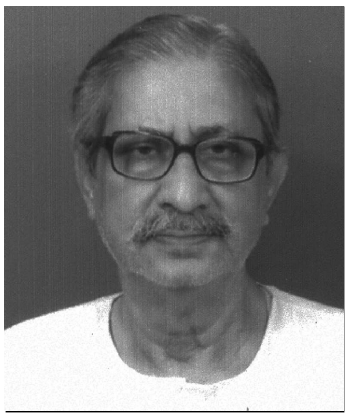

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১১ আগস্ট : বর্ধমান শহরের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা দিলীপ দুবে এদিন সন্ধ্যায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের নেতা, বর্ধমান শহরের প্রাক্তন কাউন্সিলর। হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। কোনরকম চিকিৎসার সুযোগ না দিয়েই তিনি প্রয়াত হন। তাঁর জীবনাবসানে গভীর শোক প্রকাশ করে সমবেদনা জানিয়েছেন পার্টিনেতা মদন ঘোষ, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরী প্রমুখ। পরের দিন ৭২টি রক্ত পতাকায় সজ্জিত শোকমিছিল তাঁর মরদেহ নিয়ে বাসভবন থেকে যাত্রা শুরু করে সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিক্রমা করে। বিভিন্ন জায়গায় তাঁর প্রতি মানুষ শোকবিহ্বল চিত্তে ফুলমালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। তারপর সি পি আই (এম) ২নং এরিয়া কমিটির দপ্তর ঘুরে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে মরদেহ জেলা দপ্তরে আনা হয়। সেখানে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান, সি পি আই (এম) নেতা অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরি, অঞ্জু কর, অরিন্দম কোঙার, উদয় সরকার, সুকান্ত কোঙার, তাপস চ্যাটার্জি, অপূর্ব চ্যাটার্জি সহ অন্যান পার্টি নেতৃত্ব। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শিক্ষাবিদ অমিতকুমার মল্লিক তাঁর মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

প্রয়াত দিলীপ দুবের জন্ম ১৯৪৬ সালের ১০ নভেম্বর কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রামনগর গ্রামে। বড়ো জ্যাঠামশাই

—এরপর তিনের পাতায়

পূর্বস্থলীতে আই.সি.ডি.এস. কর্মীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, বর্ধমান : ৮ আগস্ট সমকাজে সমবেতন, দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা এবং আই.সি.ডি.এস প্রকল্পে যুক্ত কর্মীদের স্থায়ীকরণ কেন্দ্রের এবং রাজ্য সরকারের বঞ্চনা সহ সাতদফা দাবিতে গণ জমায়েতের মধ্য দিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বুধবার পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প (সি.ডি.পি.ও) আধিকারিক অরিন্দম রায়কে ডেপুটেশন দেন পশ্চিমবঙ্গ আই.সি.ডি.এস. কর্মী সমিতি পূর্বস্থলী ২নং ব্লক প্রজেক্ট কমিটি। এদিন ডেপুটেশনে প্রতিনিধি ছিলেন অঞ্জু দেবনাথ, সরস্বতী বিশ্বাস দাস, শুক্লা দাস, মমতা দে সেন, ও রত্না সরকার সাহা চন্দনা মাহাত। পূর্বস্থলী ২নং ব্লকে পাটুলি স্টেশন বাজার সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, সি.ডি.পিও দপ্তরে সামনে আই.সি.ডি.এস. কর্মীরা জমায়েত হন, সভা করেন, সভায় দাবিসনদ পেশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আই.সি.ডি.এস. কর্মী সমিতি পূর্বস্থলী ২নং ব্লকে প্রজেক্ট কমিটির সম্পাদিকা অঞ্জু দেবনাথ ছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন আই.সি.ডি.এস. এস কর্মী মমতা দে সেন, সি.আই.টি.ইউ নেতা দয়াল ঘোষ ও সরস্বতী বিশ্বাস দাস প্রমুখ।

পরিবহণ ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ আগস্ট : দেশব্যাপী ডাক পরিবহন ধর্মঘটে ব্যাপক প্রভাব পড়ল কালনায়। কালনা বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস ছাড়ল মাত্র কুড়ি শতাংশ। আর বাকি যাত্রীবাহী বাসগুলি দাঁড়িয়ে রইল স্ট্যান্ডেই। একদিন সন্ধ্যায় সি.আই.টি.ডি-এর পক্ষ থেকে পরিবহন ধর্মঘটের সপক্ষে মাইকিং করা হয়। সি.আই.টি.ইউ-এর পক্ষ থেকে কালনা-বৈঁচি সড়কের সেনেরডাঙ্গায় সড়ক অবরোধ ও পথসভা হয়। পরিবহণ ধর্মঘটের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন অশোক ব্যানার্জী, মহম্মদ শাহ, সুশান্ত ব্যানার্জী প্রমুখ। একজন বাসমালিক বলেন, মোটর ভেহিকলস সংশোধনী বিল আসছে, তা এক কথায় দানবীয়। এই বিল এলে চালকরা দুর্ঘটনার মধ্যে পড়লে সরাসরি খুনের আসামী হিসাবে সাজা পাবেন। আর যেভাবে বাস-মালিকদের উপর আর্থিক দায়ভার চাপানো হয়েছে, তাতে বাস বিক্রি করেও তা শোধ দেওয়া যাবে না। এই দানবীয় বিল বন্ধ না হলে আমাদের ব্যবসা থেকে বিদায় নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। তাই সি.আই.টি.ইউ-র ডাকা পরিবহন ধর্মঘট আমরা মনেপ্রাণে সমর্থন করেছি।

গণতন্ত্রের ৪টি স্তম্ভই যখন আক্রান্ত, তখন পৃথিবীর অন্যতম অগ্রগণ্য পথপ্রদর্শক, সংবিধানবেত্তা, সৎ, দেশপ্রেমিক, মানবদরদী এবং বৈজ্ঞানিক দর্শনে বিশ্বাসী, বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক ভরসাস্থল, জীবন্ত স্তম্ভ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর জীবনাবসানে আমরা শোকাহত। তাঁর স্মৃতির প্রতি আনতচিত্তে শ্রদ্ধা জানাই।

গ্রাহকের ২৫ লক্ষ টাকা গায়েব থানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ আগস্ট : এ.টি.এম হ্যাক করে গ্রাহকদের টাকা হাতিয়ে নেবার ঘটনা নিয়ে তোলপাড় চলছে দেশ জুড়ে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ফের মেমারিতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র (সি.এস.পি.) থেকে আমানতকারীদের টাকা গায়েব হয়ে যাবার ঘটনা। মেমারি থানার অন্তর্গত পারিজাতনগর এলাকায় প্রায় দেড় হাজার প্রতারিত গ্রাহক সুবিচার চেয়ে মেমারি থানার দ্বারস্থ হয়। গ্রাহকদের দাবি তাদের সবার মিলিয়ে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রতারিত গ্রাহকরা মেমারি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। গ্রাহকরা জানান, পুলিশ গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের অন্যতম দায়িপ্রাপ্ত কর্তা গোকুল ঢালিকে আটকে করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। সেবা কেন্দ্রের অপর কর্মকর্তা তথা গোকুলের বোন দেবী ঢালি পলাতক। পুলিশ তারও খোঁজ চালাচ্ছে। আটকে অপর দুই হল গোকুলের স্ত্রী শর্মিলা ঢালি ও সমীর দত্ত। প্রতারিত গ্রাহক দালালি বিশ্বাস, কাজল ক্ষেত্রপাল, ঝর্ণা মণ্ডল প্রমুখরা জানিয়েছেন, বছর

—এরপর চারের পাতায়

অনলাইনে কৃষিপণ্য বেচাকেনার প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ আগস্ট : অনলাইনে কৃষিপণ্য বেচাকেনার এক দিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় কালনা নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির দপ্তর সংলগ্ন কালনা-২ কৃষি বাজারে। ভারত ও রাজ্য সরকারের কৃষি বিপণন পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন কৃষক ও কৃষিপণ্যের বেচাকেনার সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীরা। চলতি বাজারের তুলনায় অনলাইনে বেচাকেনার মধ্যে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা আরো অধিক লাভবান হতে পারেন, এই দাবি তুলে আয়োজন সংস্থার পক্ষ থেকে সেই লাভবান হওয়ার তত্ত্বতালাশের সন্ধান দেন প্রশিক্ষকরা। প্রশিক্ষণ দেন কালনা নিয়ন্ত্রিত বাজারেরই বাস্তুকার দিব্যেন্দু রায়, বর্ধমান জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির সচিব শুভ্রাংশু সিংহরায় এবং ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের মার্কেটিং অফিসার সন্দীপ ব্যানার্জী। অনলাইনে কৃষি পণ্য বেচাকেনার অগ্রগতি নিয়ে সন্দীপ ব্যানার্জী বলেন, এই ব্যবস্থা চালু হয় ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে দেশের আটটি রাজ্যের

২১টি কৃষি বাজারকে নিয়ে। এই দুই বছরে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮টি রাজ্যের ৫৮৫টি কৃষি বাজার। তার মধ্যে রাজ্যের ১৭টি কৃষি বাজার রয়েছে। তিনি আরো বলেন, এই প্রকল্প ইতিমধ্যেই সুনাম ও পুরস্কার অর্জন করেছে। অনলাইনে কৃষিপণ্য বেচাকেনার সাথে যুক্ত হলে হলে এই সংস্থায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এদিন প্রশিক্ষণ নিতে আসা বেশ কিছু কৃষক ও ব্যবসায়ী সংস্থায় নাম নথিভুক্ত করেন।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৮

প্রকাশিত হচ্ছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারের শারদ সংখ্যা সমৃদ্ধ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত লেখক কবির পাশাপাশি নবীন প্রতিভাবান লেখক-কবিদের রচনায়।

আমাদের mail id :
weeklynatunchithi@gmail.co,
dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

১৩ আগস্ট, ২০১৮

সংবাদ মাধ্যমে সেন্সরশিপ

রাজনীতিতে দুর্বত্তায়ন একটা সময় মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল। বর্তমানে সংবাদ মাধ্যমের রাজনীতিকরণ মুখ্য আলোচ্য বিষয় হতে পারে কী? সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রে মোদি সরকার এবং রাজ্যে মমতা সরকার ক্ষমতা ব্যবহার করে সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি একটি শক্তিশালী নজরদারি বিভাগ তৈরি করেছেন। তাঁদের কাজ হল সংবাদ মাধ্যমগুলি মোদি-বিরোধী কোনো সংবাদ প্রচার করছে কিনা তা নজরে রাখা। আর এই নজরদারি অনুসারে মিডিয়া মালিকদের কাছে নির্দেশ যাচ্ছে। একই কায়দায় ফায়দা তুলছে এই রাজ্যে মমতা সরকার।

কোনো সাংবাদিক বা সম্পাদক তাঁদের মনোমতো না হলেই সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে মিডিয়ার মালিকপক্ষ সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক বা সম্পাদককে সতর্ক করে বলছেন, সরকার-বিরোধী কোনো সংবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম বা ছবি ব্যবহার করা যাবে না। আদানি-আম্বানি-বিড়লাদের মতো মিডিয়া-মালিকারও অন্যান্য ব্যবসায়ে যুক্ত। মিডিয়া পরিচালনার স্বার্থে বিজ্ঞাপন প্রয়োজন হয়। আর এই বিজ্ঞাপন বন্টন নীতিকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে সংবাদমাধ্যমকে চাপে ফেলা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের পক্ষে একটি সহজতর উপায়। পশ্চিমবঙ্গের মতো আর্থিক দিক থেকে অসুবিধাগ্রস্ত সরকারও কোটি কোটি টাকা খরচ করছে বিজ্ঞাপনে। আর কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপনী বাজেটে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাছাড়া নির্বাচনের সময় বিজেপি-তৃণমূলের মতো শাসক দলগুলি বিজ্ঞাপনে যে কত টাকা খরচ করে তা কল্পনাতীত। এসব বিষয় মিডিয়া মালিকদের পক্ষে অস্বীকার করাও সমস্যা।

সে কারণে সরতে হয়েছে হিন্দি নিউজ চ্যানেল এবিপি নিউজ-এর ম্যানেজিং এডিটর মিলিন্দ খন্দেকর, অ্যাঙ্কার পুণ্য প্রসূন বাজপেয়ী, হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকার সম্পাদক রবি ঘোষ, ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলির সম্পাদক পরঞ্জয় গুহঠাকুরতা প্রমুখ সংবাদ মাধ্যমের ব্যক্তিত্বকে। সরকারের এই নবতম কৌশলে বাস্তবে প্রকৃত সংবাদের মৃত্যু ঘটেছে। অথচ পাঠক গাঁটের পয়সা খরচ করে সংবাদপত্র কিনছেন বা মিডিয়াতে সংবাদ দেখছেন। অতএব এ বিষয়ে যদি কিছু করণীয় বলে মনে হয় সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পাঠক বা বর্তমান ক্ষেত্রে উপভোক্তাকে।

৭৫ বর্ষপূর্তি উৎসবে ৭৫ জনের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ আগস্ট : কালনা মহিষমর্দ্দিনী ইনস্টিটিউশনের ৭৫ বর্ষপূর্তি উৎসবে ৭৫ জন শিক্ষক অভিভাবক প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষানুরাগী রক্তদান করেন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য প্রথম রক্ত দিয়ে শিবিরের উদ্বোধন করেন। এদিন রক্তদান করেন তাঁর স্ত্রীও। বর্ণাঢ্য মিছিল, স্মারক হলঘরের শিলান্যাস, প্রাক্তনী দেব. পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে এই উৎসব শুরু হয়। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এই উৎসব চলবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. দুর্গাপুরে দামোদর নদীর উপর নির্মিত ব্যারেজটির উদ্বোধন কবে হয়েছিল? কে উদ্বোধন করেন?
২. প্রখ্যাত নাট্যকার শম্ভু বাগ কবে প্রয়াত হন?
৩. রানিগঞ্জের মাটির নীচে থেকে কয়লা তোলা প্রথম শুরু হয় কবে? কে কে এই বিষয়ে উদ্যোগ নেন?
৪. কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় বিখ্যাত পত্রিকা 'ধূমকেতু' কবে প্রকাশিত হয়েছিল?
৫. ভারতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তানের কবে জন্ম হয়? পাকিস্তান নামটি কে দিয়েছিলেন?
৬. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ভারত কবে স্বাধীন হয়? তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন? তারপর কে হন?
৭. ভারত প্রথম স্বাধীনতার পতাকা কে তোলেন? তখন সানাই কে বাজিয়েছিলেন
৮. 'দেশহিতৈষী' পত্রিকা কবে প্রথম প্রকাশিত হয়? উদ্যোক্তা কে ছিলেন?
৯. বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান কবে কোথায় নিহত হন? কাদের হাতে?
১০. হাওড়া থেকে বর্ধমান স্টেশনে প্রথম কবে যাত্রীবাহী ট্রেন আসে? কে পতাকা নেড়ে ট্রেন-যাত্রার সূচনা করেছিলেন?
১১. বিপ্লবী ঋষি অরবিন্দ ঘোষ কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
১২. ভারতের মতো ১৫ আগস্ট আর কোন কোন দেশের স্বাধীনতা দিবস?

(উত্তর শেষের পাতায়)

ভারতীয় অর্থনীতি—হেঁয়ালি বনাম বাস্তবতা

ভব রায়

ভারতীয় অর্থনীতির হাল-হকিকৎ কেমন, এর উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে যেমন অহরহ বেজে চলেছে 'আচ্ছে দিন'-এর কাড়া-নাকাড়া, অন্যদিকে মধ্যপন্থী বিশেষজ্ঞজনেরা কেউ কেউ আমতা-আমতা করেন...কিছুটা ভালো, কিছুটা খারাপ ইত্যাদি। এ ব্যাপারে অমর্ত্য সেন-এর উত্তর কিন্তু একেবারেই চাঁচাছোলা, "...আর্থিক উন্নয়নে দ্রুততম হয়েও আমরা পিছনের দিকে যাচ্ছি। ২০১৪-র পর থেকে দেশ ভুল দিকে বিরাট লাফ দিয়েছে।" 'ভুল দিকে বিরাট লাফ'-এর বিষয়টিকে অমর্ত্য সেন প্রতীকীভাবে চিহ্নিত করেছিলেন 'গ্রেট লিপ ব্যাকওয়ার্ড'কে মনে রেখে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই প্রতীকী সমালোচনা ভাষ্যে তাঁর মাথায় ছিল সেই ঐতিহাসিক শ্লোগান 'গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড'। ১৯৫০-৬০ দশকে যে শ্লোগানকে অক্ষরে অক্ষরে ইতিবাচকভাবে রূপায়িত করে গণপ্রজাতান্ত্রিক চিন মানব উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল। অমর্ত্য সেনের মূল সমালোচনা ছিল—সাম্প্রতিক ভারতীয় অর্থনীতিতে মানব উন্নয়ন সূচকের (HDI) পশ্চাদ্‌গতিকে ঘিরে। যে 'হেঁয়ালি'র উল্লেখ রচনা-শিরোনামে ব্যবহার করা হয়েছে, তা হল ভারত সরকারের তরফে সম্প্রতি দাবি করা হচ্ছে বারে বারে—সমগ্র পৃথিবীতে ভারত নাকি দ্রুততম আর্থিক বৃদ্ধির দেশ, জিডিপির বৃদ্ধি বিশ্ব-অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ (৭.৫ শতাংশ) এবং সেই সূত্রে ভারত বিগত কয়েক বছর ধরে তার অর্থনীতির আয়তনের দ্রুততর উন্নয়ন ঘটিয়ে এখন নাকি বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি! কিন্তু, আমরা জানি, মহবুল-উল-হক, অমর্ত্য সেন থেকে শুরু করে জনকল্যাণমুখী অর্থনীতির (Welfare Economy) সকল প্রবক্তাই তাত্ত্বিকভাবে ও প্রয়োগগতভাবে বারে বারে প্রমাণ করেছেন, আর্থিক বৃদ্ধি যতই দ্রুততর হোক না কেন, সংশ্লিষ্ট দেশের মানবউন্নয়নের যদি আনুপাতিক অগ্রগতি না ঘটে, তাহলে সেই দেশের প্রকৃত ও সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক ভারত-অর্থনীতির এই নেতিবাচক বাস্তবতাকে এমনকি অর্থনীতির সরকারি মুখপাত্রেরাও আর চাপা দিয়ে রাখতে পারছেন না। সম্ভবত সে কারণেই কেন্দ্রীয় নীতি আয়োগের সিইও অমিতাভ কান্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন— নবজাত শিশু-মৃত্যুর হার, মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার, শিশু-অপুষ্টি ইত্যাদি মানব উন্নয়ন-সূচকের নিরিখে আজও ভারতের অবস্থা হতাশাজনক। ভাবতে অবাক লাগে, দ্রুততম বৃদ্ধির দেশেও আজও শিশু-অপুষ্টির হার ৩৩ শতাংশ, যে ক্ষেত্রটিতে বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের (সেখানে এই হার সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ) অবস্থান করে থাকে, আফ্রিকা ও সাব-সাহারান অনেক দেশের অবস্থান ভারতের চেয়ে উন্নততর।

ভারতীয় অর্থনীতির উজ্জ্বল প্রদীপের নীচে আরও কত যে অন্ধকার ঘিরে রয়েছে! সরকারি স্তরে প্রায়শই বলা হয়ে থাকে, ভারত খাদ্যে স্বয়ম্ভর, বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার উপচে পড়ছে, মূলধনী বাজারে ক্রমবর্ধমান বিদেশি বিনিয়োগ—এইসব ঝাঁ চকচকে ছবির পাশেই যে-কোনো সন্ধানী দৃষ্টিতে নগ্ন ও উৎকটভাবে ধরা পড়বে ভিন্নতর 'বাস্তবতা'র ছবি—বিশ্বের ক্ষুধা-সূচকে ভারতের ক্রম এখন ১০০, যা ২০১৪ সালে ছিল ৫৪, ২০১৬-১৭ বিশ্বামানব উন্নয়ন সূচকে ১৮৮টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩১ নম্বরে। মানব উন্নয়ন তথা সমগ্র ভারত-অর্থনীতিতে এই যে ক্রমবর্ধমান, তার বিভিন্ন উপসর্গ প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই ফুটে উঠেছে সারা দেশ জুড়ে। রোগাক্রান্ত ভারতীয় অর্থনীতির অজস্র উপসর্গের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। সাম্প্রতিক চার-পাঁচ বছর ধরে জাতীয় অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রেই চলছে কম-বেশি অধোগতি, তবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও জর্জরিত ক্ষেত্রটি সম্ভবত ভারতীয় কৃষি ও কৃষক। বিগত পাঁচ বছরে সারা দেশে রেকর্ড-সংখ্যক একটি রাজ্য মহারাষ্ট্রেই যে সংখ্যায় কৃষক-আত্মহত্যা ও অনাহারে-অপুষ্টিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে, বিশ্ব-দরবারে লজ্জায় ভারতের মাথা নুইয়ে দেওয়ার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। অন্যদিকে, কৃষি-অর্থনীতিকে যতটা পরিকল্পনাহীন, বিশৃঙ্খল ও বৃদ্ধি-বিমুখ করে রাখাটাই যেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উদ্দেশ্য; যদিও বাস্তবতা হল এটাই যে আজও ভারতের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি তথা গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত ও নির্ভরশীল।

বর্তমান ভারত-অর্থনীতির রোগযন্ত্রণা সম্ভবত যেন 'শেষ হইয়াও শেষ হয় না'। ২০১৪-তে প্রতিশ্রুতি ছিল—৫ বছরে ২ কোটি কর্মসংস্থান হবে, আদতে এই বছরগুলিতে কর্মসংস্থান হয়েছে ৪০ লক্ষ। পাশাপাশি কত লক্ষ মানুষের যে কর্মচ্যুতি ঘটেছে এই ৫ বছরে তার সঠিক হিসাব-নিকাশ করাই কার্যত অসম্ভব। এখানে শুধু একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। এলোমেলোভাবে জি.এস.টি প্রচলনের পরে সারা দেশে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ মানুষের কর্মহীনতা বা পেশাচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে।

অমর্ত্য সেনের অভিমত দিয়ে শুরু করা হয়েছিল এই প্রতিবেদন। শেষ পর্বেও তাঁর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে, যা তিনি করেছিলেন সরকারের নোট-বাতিল পদক্ষেপ রূপায়িত করার পরে। 'নোট-বন্দি'র তথাকথিত 'সুফল' নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ শাসকসহ পরিষদবর্গ যখন অবিরাম ঢাক পেটাচ্ছে (যার রেশ এখনও রয়েছে), তখন শ্রী সেনের প্রতি সংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল—নোট বাতিলের ফলে জাতীয় অর্থনীতির লাভ হল, না ক্ষতি হল? এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'লাভের তো কোনো প্রশ্নই নেই—ক্ষতি, নিশ্চিত ক্ষতি। এখন দেখতে হবে, আগামী দিনে অর্থনীতির কতখানি ক্ষতি করছে এই পদক্ষেপ। স্বাধীনতার পর থেকে সরকারি তরফে এত বড় ভুল সিদ্ধান্ত আর নেওয়া হয়নি।" যাইহোক, নোট-বাতিলের 'সুফল' তো দু বছর ধরে আপামর ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে, আর অন্যদিকে বড় খবর—গত এক বছরে সুইস-ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের গচ্ছিত টাকা ৫০ শতাংশ বেড়েছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, এই টাকার কী রং এবং এর সঙ্গে 'নোট-বাতিল'-এর সিদ্ধান্ত কি নিছকই কাকতালীয়, না দুই আর দুই-য়ে চার! অবশ্য 'হাটে হাঁড়ি ভাঙা' এই তথ্য চাপা দিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী 'ড্যামেজ কন্ট্রোল'-এর কায়দায় মাঠে নেমে পড়ে সাফাই গেয়েছেন, 'সুইস ব্যাঙ্কে সাম্প্রতিক বেড়ে ওঠা এই টাকার সবটাই কালো টাকা নয়'। আর তাঁর যুক্তির সমর্থনে, সুইস ব্যাঙ্কের বদলে ব্যাঙ্ক অফ ইন্টারন্যাশনাল সেটলমেন্ট (বি.আই.এস.)-এর হিসেব পেশ করে গোটা ব্যাপারটাই গুলিয়ে দিতে চেয়েছেন।

কিন্তু বিধি বাম। এতসবের পরেও কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম হয়েই চলেছে 'সুইস-তথ্য চাপা বন্ধুদের বাঁচাতেই.....'!

কালনা হাসপাতালে রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে তুলকালাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ আগস্ট : কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এক রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে তুলকালাম ঘটনা ঘটে এদিন সন্ধ্যায়। মৃত রোগীর নিকট আত্মীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে হাসপাতাল ভাঙচুর, মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ। এমনকি এক ডাক্তরবাবুকে মেরে শুইয়ে দেয় বলেও খবর পাওয়া গেছে। হাসপাতাল সিকিউরিটিরা বাধা দিতে গেলে তাদের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ।

খবর পেয়ে কালনা থানার পুলিশ গিয়ে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ কয়েকজনকে আটক করেছে বলে এক পুলিশ অফিসার জানান। তিনি আরো জানান, আক্রান্ত ডাক্তারবাবু অভিযোগ করলে ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে পূর্ব সাতগাছিয়ার একটি হার্টের রুগীর মৃত্যুকে ঘিরে এই ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে পুলিশ পিকেটিং রয়েছে।

প্রয়াত নৃত্যশিল্পী অজিত সান্যাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ আগস্ট : বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী আই.পি.টি.এ-র প্রাক্তনী অজিত সান্যাল প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। ১ নভেম্বর ১৯২৬ তাঁর জন্ম বর্তমানে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরের আন্দারকিল্লায়। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের হয়ে ১৯৪৪ সালে 'নবান্ন' নাটকে অংশগ্রহণ-এর মাধ্যমে তাঁর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতেখড়ি। তারপর নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর নেতৃত্বে বেলজিয়াম, হল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং পাকিস্তানে একাধিকবার নৃত্যানুষ্ঠান প্রদর্শন করে বেড়িয়েছেন। এই সফরসূচিতে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শম্ভু ভট্টাচার্য তাঁদের সঙ্গে থাকতেন। বুলবুল চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিতে ১৯৫৫ সালে ঢাকায় বুলবুল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস (বোকা)-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও নৃত্যশিক্ষক হিসাবে আত্মনিয়োগ করেন। এ ছিল তাঁর জীবনের স্মরণীয় অধ্যায়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হলে তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান শহরের পীরপুকুরে চলে আসেন। এখানে পৈতৃক জমির উপর বাড়ি তৈরি করে বসবাস করেন। বাংলাদেশেও বহুবার গিয়েছেন। 'সৌখিন' নামে একটি নৃত্যদলের প্রতিষ্ঠা করেন। 'দুই দেশ ও দুই মন' এবং 'আলোর পাখি' দুটি গ্রন্থের প্রণেতা এই শিল্পী বর্ধমান ছন্দম এবং বর্ধমান ডান্সার্স গিল্ডের সভাপতি ছিলেন।

কৃষিকে লাভজনক করার প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ আগস্ট : চলতি মরশুমে কৃষিকে কী করে লাভজনক করে তোলা যায়, তারই একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কালনা মহকুমা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে পূর্বস্থলী-১ ব্লক কৃষি খামারে অনুষ্ঠিত শিবিরে প্রশিক্ষণ নেন ৮০ জন কৃষক। বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ, আমন ধানের রোগপোকা দমন, ডাল ও তৈল বীজ চাষ নিয়ে প্রশিক্ষণ নেন ৮০ জন কৃষক। বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ, আমন ধানের রোগ পোকা দমন, ডাল ও তৈল বীজ চাষ নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন কালনা মহকুমা কৃষি দপ্তরের দুই সহ অধিকর্তা ড. পার্থ ঘোষ ও নিলয় কর এবং পূর্বস্থলী-১ বিডিও পরিতোষ হালদার। প্রশিক্ষকরা এদিন আমন ধানের রোগ পোকা দমন ও কম সার প্রয়োগ করে কীভাবে উৎপাদন খরচ কমানো যায় তা নিয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেন। এই মরশুমে আমন ধানের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। সে সম্বন্ধেও কৃষকদের উৎসাহিত করেন। এদিন তাঁরা আরো বলেন, এরাজ্যে ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদনের বিশাল ঘাটতি আছে। এই ঘাটতি পূরণ হয় ভিন রাজ্য থেকে ডাল ও তৈল বীজ আমদানি করে। কিন্তু এই ঘাটতি সহজেই পূরণ করা যেতে পারে আমন ধান জমিতে থাকা অবস্থাতেই সেখানে ডাল ও তৈল বীজ চাষ করে। আমনের পর পরবর্তী ফসলের চাষ করার আগেই মধ্যবর্তী ফসল হিসাবে ডাল ও তৈল বীজ উঠে আসবে।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সেতুর মেরামত পঞ্চায়েতের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ আগস্ট : খবরের জেরে শেষ পর্যন্ত সেতু মেরামত করে দিল নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েত। গত ২৬ জুলাই বর্ষার জলে খরিনান ও কাদিপুর গ্রামের মাঝে কেউটি সেতুর এপ্রোচ রোড ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায়। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চরম বিপাকে পড়েন কালনা-১ ও পূর্বস্থলী-১ এই দুই ব্লকের মানুষ। পাশাপাশি চরম দুর্ভোগে পড়েন স্থানীয় কৃষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, থেকে সাধারণ মানুষ। কালনা-১ ব্লকের দুটি পাশাপাশি গ্রাম খরিনান ও কাদিপাড়া। খরিনান নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে। আর কাদিপুর গ্রামটি কাঁকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত। এই গ্রামের মাঝে বিরাট কৃষি মাঠ। স্থানীয় ভাবে এই মাঠের নাম কেউটির মাঠ। একটি দীর্ঘ নিকাশি ক্যানেল এই মাঠের মাঝ বরাবর চলে গিয়ে বাঁকা নদীতে মিশেছে। ফলে কেউটি মাঠ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর এই দুই ভাগ জুড়েছে উল্লেখিত কেউটি সেতু। ফলে খরিনানা ও কাদিপুরের কৃষকরা কৃষি মাঠের দুই ভাগে চাষ আবাদ করেন এই কেউটি সেতুকে ব্যবহার করেই। অন্যদিকে কাদিপুরের ছেলে মেয়েরা পড়তে আসে খরিনান উচ্চ বিদ্যালয়ে। কয়েক বছর আগে এই দুই গ্রামের উপর দিয়ে পাকা সড়ক নির্মাণ হওয়ার পর পার্শ্ববর্তী, পূর্বস্থলী-১ ব্লকের মানুষজনও এই সড়ককেই ব্যবহার করে মহকুমা শহর কালনায় আসেন। কারণ তাঁদের ১৫ থেকে ২০ কিমি দূরত্ব কমে যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি সংস্কারের দাবি ছিল দীর্ঘ দিনের। কিন্তু কেউ ফিরেও তাকায়নি। আশঙ্কা অনুযায়ী ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায় এই সেতুর এপ্রোচ রোড। গত ২৭ জুলাই গণশক্তি সহ সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়তেই টনক নড়ে কালনা-১ ব্লক প্রশাসনের। অকুস্থলে হাজির হন বিডিও দেবলীনা সরদার। পরিদর্শন করে ফিরে আসার পর উনি এই প্রতিবেদককে জানান, নতুন করে সেতুটি নির্মাণ করতে হবে। আমি বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনবো। অন্যদিকে স্থানীয় নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতও সেতুটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাঁশ দিয়ে আপাতত যোগাযোগ ব্যবস্থা জুড়ে দিয়েছে।

প্রয়াত দিলীপ দুবে

—প্রথম পাতার পর

তৎকালীন সময়ে 'বৈদ্যপুর ইউনিয়ন বোর্ড' পরিচালনার সাথে যুক্ত ছিলেন। সেই সুবাদে বাড়িতে কংগ্রেস নেতাদের আসা-যাওয়া ছিল। কিন্তু স্কুলজীবনের শিক্ষক কালীকৃষ্ণ সামন্তের সাম্যবাদী চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে প্রভাব ফেলে। তাঁর আত্মকথনে তিনি লিখেছেন তাঁর জীবনের আদর্শ ছিলেন কালনার অবিসংবাদী কমিউনিস্ট নেতা মহাদেব ব্যানার্জী, পরবর্তীকালে যিনি শহিদ হয়েছেন। ১৯৬৬-৬৭ কালনা কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হলে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তখন থেকেই প্রবাদপ্রতিম কৃষকনেতা হরেকৃষ্ণ কোঙারের সান্নিধ্য পেয়েছেন। দর্শনশাস্ত্রে পড়ার সময় ১৯৭২ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদে সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন সিদ্ধার্থশংকর রায়ের গুণ্ডাবাহিনীর শিকার হন তিনি। মৃত ভেবে গুণ্ডারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসের লহরের ধারে তাঁকে ফেলে রেখে যায়। দীর্ঘদিন চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর বর্ধমান শহরে আতঙ্কের কালোছায়া 'সাঁইবাড়ি' মামলায় তাঁকে জড়িয়ে দেওয়া হয়। অনিশ্চিত জেলজীবন শুরু হয়। বর্ধমান জেল থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। তারপর জামিন পান, শুরু হয় গৃহবন্দি জীবন। বর্ধমান প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা। সেজন্য কলকাতায় দিলখুসা স্ট্রিট-এ রাজ্য পার্টির কমিউন জীবনে অভ্যস্ত হলেন। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে নেতৃত্ব ও একাধিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পাশাপাশি একসাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিবাহ হয় এবং হাওড়ার আন্দুলে ঘর ভাড়া নিয়ে অন্তরীণ থাকতে বাধ্য হন। জেলজীবন থেকেই

১৯৭২ সালে কালনা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সি পি আই (এম) দলের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সাকুল্যে চার বছরের জেলজীবন এবং দেড় বছরের অন্তরীণ জীবন। সত্তর দশকের কালো অন্ধকারের দিনগুলি অপসারিত হলে বর্ধমানে আসেন। এরপর ১৯৭৭ সাল থেকে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী আন্দোলন ও পুরসভার কাউন্সিলর হিসাবে। দীর্ঘদিন তিনি কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক ছিলেন। টানা চারবার বর্ধমান পুরসভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তৃণমূল সরকারের সময়েও তিনি শাসকদলের দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। সম্প্রতি বিগত ৯ আগস্ট জেলভরো কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জীবনের লড়াই সংগ্রামে যিনি সবসময় পাশে থেকে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন সেই অলকা দুবের আন্তরিক অনুরোধে সম্প্রতি তিনি একটি আত্মকথন লেখা শেষ করেছিলেন। এই আত্মকথনের ভূমিকা লিখেছেন রাজ্য শ্রমজীবী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা শ্যামল চক্রবর্তী। বইটি প্রকাশের কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে। শুধু ছাপাখানায় যাবার অপেক্ষায়। এদিনও ওই বিষয়ে দুপুরে আলোচনা করেছেন। অথচ কাজটি সমাপ্ত দেখে যেতে পারলেন না। এই আক্ষেপ নিয়ে আমাদের পরবর্তী কাজ শেষ করতে হবে।

২২ শ্রাবণ

সংবাদদাতা : বঙ্গভাষি বিশ্বের সর্বত্র দিনটি পালিত হয়েছে যোগ্য মর্যাদায়। বর্ধমান শহরে সারাদিন রবীন্দ্রপ্রয়াণ পালিত হয়েছে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বর্ধমান শহর শাখায় যৌথ উদ্যোগে এদিন বিকালে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা হয়।

বিজ্ঞানমনস্কতা দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ আগস্ট : যা কিছু চোখে দেখা যায়, তা কিন্তু ঠিক নয়। চোখের সাথে মগজটাকেও লাগাতে হবে। তবেই আসল বস্তুটি দেখা যায়। এই ভাবনাকে সামনে রেখে আগামী ২০ আগস্ট পালিত হবে জাতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা দিবস। এই দিবস সঠিকভাবে যাতে উদ্‌যাপন করা যায় তার লক্ষ্যে কালনা শহরের বিজ্ঞান কেন্দ্রে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে পূর্ব বর্ধমান জেলার ২৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। স্কুলের ছাত্রীছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে এদিন প্রশিক্ষণ দেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের বর্ধমান জেলা সম্পাদক চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত, আশুতোষ পাল প্রমুখ। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের উদ্যোগেই স্কুলে স্কুলে জাতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা দিবস উদ্‌যাপিত হবে বলে জানান এক কর্মকর্তা।

ছাত্র জমায়েত, মিছিল, অবস্থান, স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ আগস্ট : শিক্ষায় দুর্নীতি ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে কালনায় ছাত্ররা জমায়েত, মিছিল, অবস্থান বিক্ষোভ এবং স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি সংগঠিত করে। এস এফ আইয়ের উদ্যোগে এদিন ছাত্র-ছাত্রীরা শহরের মধুবনে জমায়েত হয়। সেখান থেকে মিছিল করে বৈদ্যপুর মোড়ে এসে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়। এই অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে বিশ্বরূপ হাজরা এবং অনির্বাণ চৌধুরী, প্রবীর দেবনাথ, হালিম সেখ প্রমুখ। অন্যদিকে প্রবীর ভৌমিক, নেপাল সরকার অনির্বাণ চৌধুরীর নেতৃত্বে ছয় জনের একটি প্রতিনিধিদল কালনা মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিতে যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও দুর্নীতি দূর করা সহ ১৭ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি মহকুমা শাসকের হাতে তুলে দেওয়ার আগে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রতিনিধিরা। অন্যতম দাবিগুলো হল—স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষাক্ষেত্রে বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ করা, কলেজগুলোতে গণতান্ত্রিকভাবে সংসদের নির্বাচন করা, ভর্তিতে টাকার লেনদেন বন্ধ করা ইত্যাদি।

আগুনে ঘর-বাড়ি ভস্মীভূত, মৃত্যু পশুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ আগস্ট : মাঝরাতের আগুনে বেশ কয়েকটি ঘর-বাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। পাশাপাশি এক গৃহবধূ আগুনে ঝলসে যাওয়া সহ তিন গাবাদিপশুর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রাত্রি সাড়ে বারোটা নাগাদ পূর্বস্থলী থানার মেরতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সাচিয়ারা গ্রামে। এই গ্রামের আব্দুল রসিদ সেখের বাড়ির গোয়ালঘরে জ্বালানো কয়েল থেকে আগুন লাগে। গরুর চিৎকারে এই বাড়ির সদস্যদের যখন ঘুম ভাঙে, তখন আগুন অনেকটাই ছড়িয়ে পড়েছে। গোয়ালঘরের তিনটি গরু দড়ি ছিঁড়ে পালাতে সক্ষম হলেও দুটি গরু ও একটি ছাগলের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে এই পরিবারের গৃহবধূ হালেসা বিবি ঘর থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উদ্ধার করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন। তাঁকে উদ্ধার করে নবদ্বীপের প্রতাপনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁর চিকিৎসা চলছে। বামফ্রন্ট পরিচালিত মেরতলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ধর্মেন্দু ঘরামি জানান, আগুনে বেশ কয়েকটি ঘর ভস্মীভূত এবং কয়েকটি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। ওই পরিবারের আবেদনপত্র হাতে পেলেই ক্ষতিপূরণের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

প্রতিভা অন্বেষণে পূর্বস্থলী সাংস্কৃতিক মঞ্চ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ আগস্ট : আম মেলা করে সাড়া ফেলে দেওয়ার পর প্রতিভা অন্বেষণের উদ্যোগ নিল পূর্বস্থলী সাংস্কৃতিক মঞ্চ। এই সংস্থা আগামী ২৬ আগস্ট রাখি পূর্ণিমার দিন আয়োজন করছে তাৎক্ষণিক কবিতা লিখন প্রতিযোগিতা। কবিতা লিখনের পাঁচ মিনিট আগে বিষয়বস্তু ঠিক করে দেবে আয়োজক সংস্থা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে পূর্বস্থলী-১ ও ২ ব্লকের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির নবম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করা ছাত্র-ছাত্রীদের নগদ অর্থ প্রদান করা হবে। অর্থ প্রদান করে উৎসাহিত করা হবে আরো চারজনকে। প্রতিযোগীদের থেকে বেছে নেওয়া হবে কুড়ি জনকে। যারা অনুষ্ঠানের স্বরচিত কবিতা পাঠের সুযোগ পাবে।

অক্ষয়কুমার দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রঘুনাথ রায়, পাহাড়ি সান্যাল, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, দুর্গাদাস লাহিড়ী, দেশীয় ভাষায় প্রথম সংবাদপত্রের পথিকৃৎ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের জন্মস্থান এই পূর্বস্থলীতে। সেই ট্রাডিশন অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষেই এই প্রয়াস বলে জানান, আয়োজন সংস্থার অন্যতম কর্ণধার কাজল চক্রবর্তী।

মন্তেশ্বর থানার বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ১১ আগস্ট : মন্তেশ্বর থানা অসৎ উদ্দেশ্যে নাবালিকা অপহরণের অভিযোগ নথিভুক্ত করা হলেও এব্যাপারে কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছে না। জেলাশাসক, মহকুমা শাসক সহ বিভিন্ন আধিকারিকের নিকট এমনই অভিযোগ জানিয়েছেন এক নাবালিকার বাবা। এব্যাপারে উল্লিখিত থানার এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে ফোন কেটে দেন। মন্তেশ্বর থানার হাজরাপুকুর গ্রামের বাসিন্দা জনৈক বাপি ঘোষ চলতি বছরের ৩১ মে বিকাল পৌনে চারটা নাগাদ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩/৩৬৫ ধারায় এফ.আই.আর করেন। যার নম্বর ১১/১৮ তারিখ ৩১.৫.১৮। বাপি ঘোষের অভিযোগ তার স্কুলপড়ুয়া নাবালিকা মেয়েকে অসৎ উদ্দেশ্যে অপহরণ করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি অভিযুক্তদের নামও করেন। বাপি ঘোষের অভিযোগ, আজ পর্যন্ত একজন অভিযুক্তও গ্রেপ্তার হয়নি। আর মেয়ে উদ্ধার তো দূরঅস্ত। তাই বাপি ঘোষ মন্তেশ্বর থানার পুলিশের উপর কোনো ভরসা না রেখে বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকের দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন কালনা মহকুমা শাসক, বর্ধমান জেলাশাসক সহ অনেকের কাছেই। তাঁর দাবি প্রশাসন তাঁর নাবালিকা মেয়েকে ফিরিয়ে দিক।

পুলিশ অফিসারকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ আগস্ট : সাক্ষ্য দিতে বার বার আদালতে অনুপস্থিত থাকার কারণে এক পুলিশ অফিসারকে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিল আদালত। কালনা এ.সি.জে.এ.এম আদালতের বিচারক কুসুমিকা দে মিত্র এই গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। মন্তেশ্বর থানায় কর্মরত থাকাকালীন এ.এস.আই শিবশঙ্কর বাউরী একটি এফ আই আর করেন। তাতে তিনি বলেন, ২০০৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিট নাগাদ নবদ্বীপ-বর্ধমান সড়কে একটি টাটা-৭০৯ গাড়ি সন্দেহজনকভাবে বেপরোয়া গতিতে পালাচ্ছিল। গাড়িটি থামিয়ে চালকের কাছে কোনো নথিপত্র মেলেনি। তাই গাড়িটি ও তার চালকের নামে মোটর ভেলিকেলসের বিভিন্ন ধারায় মামলা করা হয়। সেই চালকের নাম ডালিম শেখ বাড়ি নাদনঘাট থানার কামালপুর গ্রামে। এই চালকের আইনজীবী পার্থসারথী কর জানান, ২০০৮ সাল থেকে বিভিন্ন বাহানায় ওই পুলিশ অফিসার লাগাতার আদালতে সাক্ষ্য দিতে গড়হাজির থাকেন। ২০১১ সালের মার্চ মাসের ১৬ তারিখে কালনা আদালত ওই পুলিশ অফিসারকে জামিনযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়। তার পরেও ওই অফিসারকে কেউ আদালতে আনতে পারেনি। এদিন আদালতে ওই অফিসারের সাক্ষ্যদানের দিন থাকলে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। আসামীপক্ষের আইনজীবী পার্থসারথী কর ওই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার বক্তব্য পেশ করেন। শেষে বিচারক কুসুমিকা দে মিত্র এ এস আই শিবশঙ্কর বাউরিকে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপারকে আগামী নভেম্বর মাসের ১৭ তারিখের মধ্যে গ্রেপ্তার সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা বলা হয়।

টাকা গায়েব থানায় বিক্ষোভ

—প্রথম পাতার পর

তিন আগে পারিজাত নগরে এসবি আই-এর গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রটি চালু হয়। এরপর থেকে এলাকার প্রায় দেড় হাজার গ্রাহক এস.বি.আই. অ্যাকাউন্ট বই মাধ্যমে ওই সেবা কেন্দ্রে সঞ্চয়ের টাকা জমিয়ে রাখতেন। কেউ দেড় লক্ষ টাকা জমিয়েছিল আবার কারো সঞ্চয়ের টাকার পরিমাণ ৪০-৫০ হাজার টাকা। অনেকের আবার এই সেবা কেন্দ্রে টাকা ফিক্সড ডিপোজিটও করেছিলেন। গ্রাহক মিলন অধিকারী বলেন, ফিক্সড ডিপোজিটের জাল সার্টিফিকেট তাদের দেওয়া হয়েছে। গ্রাহকরা সেবা কেন্দ্রে গিয়ে তাদের সঞ্চয়ের টাকার বিষয়ে খোঁজ নিতে যান। গ্রহকরা সবাই দেখেন তাদের বেশিরভাগ টাকা গায়েব হয়ে গেছে। এরপর তাঁরা গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখান। গ্রাহকরা অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানান। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রিয়ব্রত রায় জানিয়েছেন গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে।

ভ্রামণিকের শংসাপত্র প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ আগস্ট : ভ্রামণিকের ২৮তম শৈলারোহণ শিক্ষা শিবিরে অংশ নেওয়া ৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান হল গত ১২ আগস্ট। এদিন চিলড্রেন্স কালচারাল সেন্টারের শিশু মঞ্চে একটি অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পর্বতারোহী, ২০১৮ সালের মে-জুন মাসের সফল পানপাতিয়া অভিযানের দলনেতা ডাঃ গৌতম মিস্ত্রী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হলিরক স্কুলের কর্ণধার মিসেস এ সাক্সেনা ও বিশিষ্ট পর্বতারোহী বিদ্যুৎ রায়। এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয় পানপাতিয়া অভিযানের সফল দুই সদস্য অভিজিৎ চ্যাটার্জী ও কল্লোল পাল-কে। এ ছাড়াও সংবর্ধনা দেওয়া হয় সদ্য হিমাচল প্রদেশের স্পিতি ভ্যালি থেকে মোটর সাইকেল অভিযানের সফল অভিযাত্রী প্রসেনজিত দাস, সুবীর সরকার ও অলোকেশ ঘোষকে। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্পাদক আনিসুর রহমান, সভাপতি কার্তিক রাউত। শেষে পানপাতিয়া সফল অভিযানের ভিডিও দেখানো হয়।

কলতলা এখন ঘাসতলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ আগস্ট : কলতলা এখন আর কলতলা নেই, সেখানে ঘাস গজিয়ে ঘাসতলা হয়েছে। এখন জল মেলে না। এমনই ঘটেছে কালনা-১ পঞ্চায়েত সমিতির বেগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্পূরডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ফলে পানীয় জল সংকট শুধু এই স্কুলেরই নয়। চরম অসুবিধায় পড়েছে স্কুলে চলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রও। বাইরে থেকে জল এনে কোনোরকমে চালিয়ে নিতে হচ্ছে। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই এই পানীয় জলের কলটি বিকল হয়ে পড়ে আছে। সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা ও কালনা-১ পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহি আধিকারিক দেবলীনা সরদার। বেগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক কর্মকর্তা জানান, বর্তমানে নতুন বোর্ড না গঠন করা পর্যন্ত কোনো কাজই করা যাচ্ছে না। আইনের বেড়াজালে জড়িয়ে যাওয়ার কারণেই জলের কলটি বসানো যাচ্ছে না। কালনা-১ নং সুসংহত শিশু প্রকল্প আধিকারিক মালবিকা মজুমদার জানান—অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র চালাতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

মেঘলা আকাশ : একটি আজকাল পরশুর নাটক

অরুণ মজুমদার : গত ৯ আগস্ট সংস্কৃতি লোকমঞ্চে অনুষ্ঠিত হল একটি নতুন নাটক 'মেঘলা আকাশ'। রচনা সব্যসাচী বাগ। প্রযোজনা বর্ধমান নবনাট্য আন্দোলন গ্রুপ। দেখতে দেখতে ১৬টি বছর চলে গেল বাংলা নাট্য জগতের এক নতুন ধারার সৃজন ব্যক্তিত্ব শম্ভু বাগের প্রয়াণের। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মুক্তমঞ্চ 'শম্ভুবাগ মুক্তমঞ্চ' নিয়মিত চর্চা করে চলেছে নতুন নতুন নাটকের। শম্ভু বাগ তো এক প্রবাদপ্রতীম নাট্যকার। তাঁর রচিত নাটক সারা বাংলায় এক সময় আলোড়ন তুলেছিল। তরুণ অপেরা তো রাশিয়ার খ্যাতনামা লেনিন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল। মস্কোতেও শম্ভু বাগের নাটক সমাদৃত হয়েছিল।

সংস্কৃতির অঙ্গনে ডাক তো চরৈবেতি-র। তাই এখানেই এরা থেমে থাকেনি। সহিতত্ত্ব তো সাহিত্যের মূল শর্ত। সব্যসাচীর নাটক 'মেঘলা আকাশ' সেই শর্ত অবশ্যই পূরণ করেছে। চরিত্রগুলি আমাদের অতি পরিচিত, আশে পাশের আত্মীয়জন। প্রধান শিক্ষক অবসর নিয়েছেন। শিক্ষিত এক বেকার ছেলে, এক মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। তাঁর বাড়ি বানানো থেকে শুরু সিন্ডিকেটের অত্যাচার। লাঞ্ছিতা মেয়ে, এক অসহনীয় অবস্থা। পাশে পাশে চলছে সিন্ডিকেট এবং রাজনৈতিক মদতে সন্ত্রাস, খুন। চলচ্চিত্রের মতো চোখের সামনে নির্মম সে অভিজ্ঞতা আমাদেরকে ভয়াবহ এক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। শাসকদলের অন্তদ্বন্দ্বের চেহারা আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাকেই মান্যতা দেয়। যাত্রাপালার প্রারম্ভিক বাদ্যঝংকার নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত করে। অভিনয়ে প্রত্যেকেই যথাযথ। প্রথম অভিনয় বলেই হয়তো দু'একজনের সংলাপ প্রক্ষেপণে একটু জড়তার ভাব লক্ষ করা যায়। নিশ্চয়ই কালে শুধরে যাবে।

নাটক, সঙ্গীত এবং নির্দেশনা ও অভিনয়ে সব্যসাচী। একটু ভেবে দেখতে বলি আরো শ্লিম করতে হবে নাটকের অবয়বকে, তাহলেই ধারালো হবে বক্তব্য। কোনো কোনো বিশেষ চরিত্র এবং পোষাকের দিকে সময়ের নিরিখে আরো একটু নজর দিতে হবে। নইলে বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যেতে পারে। সমাপ্তি শপথ পরিচিত ছন্দেই গাঁথা, একটু ভিন্নতর কিছু করা যায় কি? ভাবুক না তারুণ্য। পরশুটা আমরা অন্যভাবেই চাই। চরৈবেতি।

পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙলো কৃষকদের মিছিল

—প্রথম পাতার পর

পুলিশ গড়ে তুলেছে ব্যারিকেড। এদিন পরপর দুটি ব্যারিকেড ভেঙে ফেলল মানুষের ঢল। প্রতিবাদী জনতার উপর নেমে এলো পুলিশের লাঠি। একজন মহিলা সমেত ৩-৪ জন আহত হন। মানুষের চড়া মেজাজ ও জেদের কাছে পুলিশ থমকে দাঁড়ায়, হার মানে। জনসমুদ্র আদালত চত্বরে কাছারি রোড অবরোধ করে রাস্তায় বসে পড়ে, অবরোধ ছড়িয়ে পড়ে জি টি রোড সংলগ্ন কার্জন গেটের দিকে। সেখানে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ নেতা আভাস রায়চৌধুরী, কৃষকনেতা আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল। পুলিসের পক্ষ থেকে অনুরোধ আসে, আপনাদের জেল ভরো কর্মসূচি মেনেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এরপর কৃষক, খেতমজুর, মহিলা, শ্রমিক নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের সামনে। এখানে তখন হাজির হয়েছেন শ্রমজীবী আন্দোলনের নেতা অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, অঞ্জু কর, উদয় সরকার, সৈয়দ হোসেন, সুকান্ত কোঙার, গণেশ চৌধুরী, বাসুদেব মেটে, নজরুল ইসলাম, আলমগীর মণ্ডলসহ অনেকে। তাঁদের সহ মোট ১৫৬জনকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়।

কৃষকের উৎপাদিত ফসলের লাভজনক দাম, কৃষি ও গ্রামীণ শ্রমিকদের সরকারি মজুরি, জীবন জীবিকা ও ঘরের দাবি সহ কয়েক দফা দাবিতে সারা দেশ জুড়ে জেল ভরো আন্দোলনের ঝড় ওঠে। সেই আন্দোলনের ঝড় এসে পৌঁছায় কালনাতেও। এদিন সারা ভারত কিষান মহাসভার উদ্যোগে পাঁচ শতাধিক কৃষক কালনা স্টেশনে জমায়েত হয়। আকাশ বাতাস জুড়ে শ্লোগানের ঝড় তুলে সেখান থেকে মিছিল শুরু হয়। সারা শহর পরিক্রমার পর কালনা মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনে আইন অমান্য করে। এদিন কালনা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুটি ব্যারিকেড তৈরি করা হয়। প্রথম ব্যারিকেড ভাঙার পর পুলিশের সাথে কৃষকদের ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়। তবে কালনার পুলিশ আধিকারিকরা সুকৌশলে অবস্থার সামাল দেন। বেশ কিছু কৃষক ক্ষুব্ধ হয়ে শেষ ব্যারিকেড ভেঙে কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরের দিকে ছুটে যেতে শুরু করেন। কৃষক নেতারা তাদের ফিরিয়ে আনেন। শুরু হয় নিয়মমাফিক পাঁচশো আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার। আবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিন এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সলিল দত্ত, রফিকুল শেখ প্রমুখ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১) ১৯৫৫ সালের ৯ আগস্ট, ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ২) ২০০২ সালের ৯ আগস্ট। ৩) ১৭৭৪ সালের ১১ আগস্ট, গ্রান্ট হিটলারি এবং মিস্টার রেডফার্ণ। ৪) ১৯২২ সালের ১২ আগস্ট। ৫) ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট, চৌধুরী রহমত আলি। ৬) ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। চক্রবর্তী রাজা গোপালচারী। ৭) ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ওস্তাদ বিসমিল্লা খান। ৮) ১৯৬৩ সালের ১৫ আগস্ট, সমর মুখার্জী। ৯) ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, ধানমুড়ির বাড়িতে। ১০) ১৮৫৫ সালের ১৫ আগস্ট, গভর্নর লর্ড ডালহৌসি। ১১) ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট, ৫.১২.১৯৫০। ১২) কঙ্কো, দঃ কোরিয়া, বাহারিন।

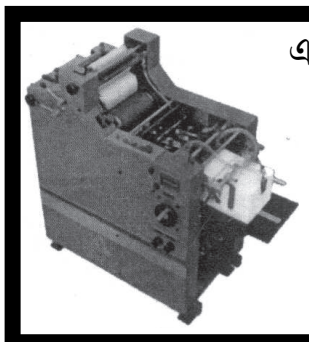

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

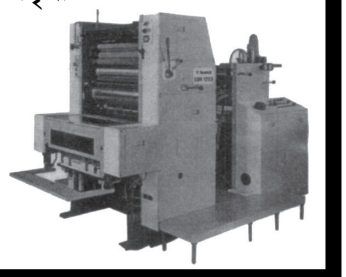

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা